তারিখ 11 AUG 1996
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

দৈনিক সংবাদ

67

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলন শেষ হল

জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের সুপারিশ

(অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক)

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলনের সমাপ্তি দিনে গৃহীত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনার জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও এ সময় বক্তারা শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে জেলা-পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের সুপারিশকরেছেন।

গতকাল শনিবার আইসিডিডিআর'বির শাসাকা ওয়া সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের সমাপ্তি দিনের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এ, এস, এইচ, কে, সাদেক। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান কাজী ফজলুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বকরেন।

শিক্ষা মন্ত্রী এ, এস, এইচ, কে সাদেক বলেন, সরকারি কাগজপত্রে ৯২ শতাংশ শিশু স্কুলে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সংখ্যা অনেক কম। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং শিক্ষার ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের আগে গ্রুপ উপস্থাপনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্বে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে নিবন্ধ উপস্থাপন করেন এম, মোকাম্মেল হক, ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নিবন্ধ উপস্থাপন করেন কাজী ফজলুর রহমান, শিক্ষার মান নিয়ে নিবন্ধ উপস্থাপন করেন ডঃ মনজুর আহমেদ এবং অর্থায়ন বিষয়ে নিবন্ধ উপস্থাপন করেন এ, এন, এমইউসুফ।

এ সময় কাজী ফজলুর রহমান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব দিয়ে বলেন, এই বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে বাজেট প্রস্তুত, স্কুল প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগ– বদলি, পদোন্নতি, শাস্তি ও পুরস্কার দেয়াসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করবে।

এম, মোকাম্মেল হক পর্যায়ক্রমে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মৌলিক শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রস্তাবকরেন।

অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে পরিকল্পনা কমিশন সদস্য কাজী শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুক্ত আলোচনা পর্বে অংশ নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব আমিরুল মুলুক জানান, বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ চলছে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে জাতীয় কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব বিষয়ে বলেন, ইতিমধ্যেই কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে এবং এর প্রধান প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে, গত সাড়ে তিন বছরে কাউন্সিলের কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষক পদে ৬০ শতাংশ মহিলাদের নিয়োগ দেয়া হয়; কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে চাকরি নিয়েই তারা বিয়ে করে ফেলে। তাদের স্বামীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শহরে থাকে এবং তারাও শহরে স্বামীর কাছে চলে যায়।

ভারতের সাবেক শিক্ষা সচিব অনিল বরদিয়া বলেন, বাংলাদেশে প্রয়োজন বেশি করে নারী শিক্ষার প্রসার। অধ্যাপক রেহমান সোবহান সম্মেলনের প্রশংসা করে বলেন, সম্মেলনের সুপারিশসমূহ এগিয়ে নেয়ার জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা যেতে পারে। এই টাস্ক ফোর্স সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করবে।

প্রশিকার হাবিবুর রহমান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে ব্যানবেইজ থেকে আগে তথ্য পাওয়া যেত। আজকাল পাওয়া যায় না। উন্মুক্ত তথ্য প্রবাহ থাকা প্রয়োজন।

ইউনেসকোর ডঃ আনসার আলী খান বলেন, আমাদের নীতিসমূহ ভালো কিন্তু বাস্তবায়ন হয়না।

শিক্ষক সমিতির আবুল কালাম আজাদ দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলোতে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হলে মহিলা শিক্ষকরা বদলি হলেও থাকতে পারবে।

কাজী আজহার আলী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় থাকা প্রয়োজন।

এছাড়াও এ সময় আলোচনায় আরো অংশ নেন এম হালিম এবং সামন্ত ভদ্র বড়ুয়া।

সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কাজী ফজলুর রহমান জানান, সবশেষে সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে।